শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন পূর্ব্বে "পরম পদে" আরূঢ় অবস্থা হইতেও জ্ঞানীগণ ভ্রষ্ট হয়, তেমন যাহারা তোমার মানুষ, তাহারা মার্গ অর্থাৎ সাধন-অবস্থা হইতেও ভ্রষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ এইরূপ সংশয় উপস্থিত করিতে পারেন যে—শ্রীবৃত্র গজেন্দ্র, ভরত প্রভৃতি সজ্জন্ম হইতে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ভগবদ্ভজনোপযোগি মানুষ দেহ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া দেখা যায় কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—তাহারা সজ্জন্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেও শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবার বাসনা অসুরদেহে, হস্তিদেহে ও মৃগদেহেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, ভক্তি-বাসনার কোনরূপ হানি না ঘটায়, সেই পতনটি 'পতন' শব্দবাচ্য নহে। মহারাজ বিদেশে গেলে মহামূল্য নিধি আঁচলে বাঁধা থাকিলে, রাজাকে যেমন দরিদ্র বলা যায় না, এস্থলেও তেমনই বুঝিতে হইবে। মুক্তমহাপুরুষগণ ভগবানে অপরাধী হইলে যে পুনর্ব্বার সংসারদশা প্রাপ্ত হয়েন, সেই বিষয়ে বাসনা-ভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট বচন। যথা—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

জীবন্মুক্তমহাপুরুষগণও যদি অচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হয়েন, তবে পুনর্ব্বার কর্ম্মরাশি দ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই আর একটি বচন, যথা—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

জীবন্মুক্ত যোগিপুরুষগণ কখনও কখনও সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ভক্তগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হয় না।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে ধৃত পুরাণান্তর বচন, যথা—

নানুব্রজতি যো মোহাৎ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।

যে জন মোহান্ধ হইয়া রথে আরোহণ করিয়া যাত্রাকারী শ্রীভগবানের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করে না। সে জন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব লাভ করে।

এইজন্য সেই ভগবদবজ্ঞাকারী জ্ঞানীগণের কিন্তু সংসার-বাসনার পুনর্ব্বার উদ্‌গম দেখা যায়।

ভক্তগণের অপতনের কারণ, তোমাতে তাহাদের সুহৃদ্ভাব বদ্ধমূল। এস্থানে সুহৃদ্ভাব বলিতে শ্রদ্ধামার্গই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ তোমার প্রতি তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। দৃঢ়বিশ্বাসে অবস্থিতি বলিয়া ইহাদিগকে সাধক